সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো, সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পানও শরয়ীভাবে জায়িয নয় তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত থাকে তবে এই সকল কাজ সাধারনভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া, পান করা বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِاءَةً كَتَبَ اللّٰهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَاَسْكَنَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশতবার দরূদে পাক পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেয় যে, এই ব্যক্তি নিফাক তথা কপটতা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন। (মু'জামু আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস ৭২৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হলেন রাসূলের সাহাবী এবং ঐ ১০জন সৌভাগ্যবান সাহাবার অন্তভূক্ত, যাঁদেরকে **মালিকে জান্নাত, কাসিমে নেয়ামত, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খুবই সাহসী, ঈমানী চেতনা পোষণকারী, খুবই খোদাভীরু, পরহেযগার এবং ইবাদতগুজার ছিলেন। একদিন হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের পশুদের দেখাশুনা করছিলেন, এমন সময় তাঁর ছেলে ওমর বিন সাআদ এলো এবং বললো: আব্বাজান! আপনি এখানে

www.dawateislami.net

উট ও ছাগলের দেখাশুনা করছেন আর লোকেরা ওখানে খেলাফতের কথা বলছে। হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর ছেলের বুকে হাত মারলেন এবং বললেন: اُسۡکُتۡ চুপ হয়ে যাও! অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটি হাদীস শরীফ শুনালেন, বললেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الۡعَبۡدَ التَّقِیَّ الۡغَنِیَّ الۡخَفِیَّ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** খোদাভীরু, ভীতসন্ত্রস্ত ধনী, অপ্রসিদ্ধ বান্দাকে ভালবাসেন।

(মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ, ১১৩৫, হাদীস ২৯৬৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বান্দার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি একটি সংক্ষিপ্ত হাদীসে পাক, যা হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের ছেলেকে শুনিয়েছেন আর তাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, দুনিয়ায় মর্যাদা ও পদের আশা করা ফযীলতের বিষয় নয় বরং খোদাভীরুতা অবলম্বন করা, ধনী হওয়া এবং পরিচয়হীন থাকা ফযীলতের মাধ্যম। এই হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো যে, যেই বান্দার মধ্যে এই তিনটি গুণ পাওয়া যায়, **আল্লাহ পাক** সেই বান্দাকে ভালবাসেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

এবার আসুন! এই তিনটি পছন্দনীয় গুণের ব্যাখ্যা শ্রবণ করি:

প্রথম পছন্দনীয় গুণ: খোদাভীরুতা

প্রথম গুণ হলো: তাকওয়া তথা খোদাভীরুতা। ৩য় পারা সূরা আলে ইমরানের ৭৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

فَاِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ ﴿۷۶﴾

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় খোদাভীরুরাই **আল্লাহ**র পছন্দনীয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদাভীরুতা আসলে হলো বন্দেগী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ ব্যাপারে একটি শিক্ষনীয় পয়েন্ট বর্ণনা করেছেন, বলেন: **আল্লাহ পাক** এক জায়গায় কুরআনে মজীদের এই গুণ বর্ণনা করেন যে, কুরআনে করীম খোদাভীরুদের জন্য হেদায়ত, ইরশাদ হচ্ছে:

هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ﴿۲﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এতে হেদায়ত রয়েছে খোদাভীরুদের জন্য।

অপর জায়গায় **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

هُدًى لِّلنَّاسِ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যা মানুষের জন্য হেদায়ত।

ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই দু'টি আয়াতকে মিলিয়ে দেয়া হলে তবে ফলাফল আসবে যে, বাস্তবে মানুষ দাবী করার অধিকারী ঐ বান্দা, যে খোদাভীরু, আর যে খোদাভীরু নয়, সে আসলে মানুষ দাবী করার অধিকার রাখে না।

(তাফসীরে কবীর, ১ম পারা, সূরা বাকারা, ২নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৬৮)

এই বিয়ষটি একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝে নিন! উদাহরণ স্বরূপ একটি বাস মক্কা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে যাচ্ছিলো এবং এতে ৭২ জন যাত্রী বসেছে, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, ড্রাইভার ৭২ জন যাত্রীকে মদীনা মুনাওয়ারা নিয়ে যাচ্ছে, তবে এটাও ঠিক আর যদি কেউ বলে যে, ড্রাইভার পুরো বাসটি মক্কা থেকে মদীনার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তবে এটাও

www.dawateislami.net

ঠিক, দু'টিরই উদ্দেশ্য একই যে, ৭২জন যাত্রী যারা বাসে রয়েছে ড্রাইভার বাসটি চালিয়ে তাদেরকে মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে যাচ্ছে।

অনুরূপভাবে **আল্লাহ পাক** এক জায়গায় ইরশাদ করেন যে, কুরআনে করীম সকল মানুষের জন্য হেদায়ত স্বরূপ, অপর জায়গায় ইরশাদ করেন: কুরআনে করীম খোদাভীরু লোকের জন্য হেদায়ত স্বরূপ। এই দু'টি আয়াতকে মিলিয়ে দেয়া হলে তবে উদ্দেশ্য এটাই হয়, যে মানুষ সেই খোদাভীরু আর যে খোদাভীরু সেই আসলে মানুষ দাবী করার অধিকার রাখে।

খোদভীরুতা আসলে নেকী

হে আশিকানে রাসূল! যেমনিভাবে জীবনের মূল হলো খোদাভীরুতা, তেমনিভাবে নেকীর মূলও হলো খোদাভীরুতা। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এটা কোন পূণ্যময় কাজ নয় যে, গৃহগুলোর মধ্যে পেছনে দরজা কেটে আসবে। হ্যাঁ, পূণ্য তো খোদাভীরুতাই।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: জাহেলিয়্যতের যুগে মানুষের এই অভ্যাস ছিলো যে, যখন তারা হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নিতো, অতঃপর যদি তাদের কোন প্রয়োজনে নিজের ঘরে যেতে হতো তবে ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো না বরং ঘরের পেছনের দেয়াল ভেঙ্গে ভেতরে আসতো আর এই কাজটি নেকী মনে করতো। এরই প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো এবং **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: এটা কোন

www.dawateislami.net

নেকী নয় যে, তোমরা ঘরের পেছন থেকে আসবে, আসল নেকী হলো খোদাভীরুতা। (সীরাতুল জিনান, ১ম পারা, সূরা বাকারা, ১৮৯নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৩০৪)

জানা গেলো আসলে নেককার হলো ঐ ব্যক্তি, যে খোদাভীরু এবং এটা স্পষ্ট বিষয়: ✯ আসলে নিয়মিত নামায সেই পড়তে পারবে, যার মাঝে খোদাভীতি বিদ্যমান রয়েছে, অন্যথায় এমন অনেক রয়েছে, যারা অবসর পেয়ে গেলে তবে নামায পড়ে নেয়, না পেলে তবে مَعَاذَ الله নামায কাযা করে দেয়, এমন অনেক রয়েছে, যারা মসজিদে আসে তো নামায পড়ার জন্য কিন্তু গীবত করে, চুগলী করে, মসজিদের বেআদবী করে, মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলে গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে যায়। ✯ রোযাও আসলে তারাই রাখতে পারবে, যাদের অন্তরে খোদাভীরুতা রয়েছে, অন্যথায় কতো যে রোযাদার এমন রয়েছে, যারা রোযায় টাইমপাশ করার নামে অহেতুকতায় লেগে থাকে বরং অনেকে তো রোযা রেখে গুনাহ করা থেকেও বিরত থাকে না। ✯ হজ্জও আসলে তারাই করে, যাদের অন্তরে খোদাভীরুতা রয়েছে, অন্যথায় কতো যে এমন রয়েছে, যারা তাওয়াফের সময়ও সেলফী নিতে ব্যস্ত থাকে, অনুরূপভাবে সদকা ও খয়রাত, গরীবকে সাহায্য, অন্যের সাথে সদাচরণ ইত্যাদি এই সকল নেক আমল আসলে তারাই করতে পারবে, যাদের অন্তরে খোদাভীরুতা রয়েছে, অন্যথায় কতো যে এমন রয়েছে, যারা নেকী করেও সাওয়াব নষ্ট করে দেয়, কখনো রিয়ায় লিপ্ত হয়ে যায়, কখনো সদকা ও খয়রাত করে খোঁটা দিতে থাকে।

মোটকথা জানা গেলো, আসলে নেককার তারাই, যাদের অন্তরে খোদাভীরুতা রয়েছে। হযরত ইব্রাহিম তাইমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি মৃত্যুর স্মরনের জন্য অধিকহারে কবরস্থানে যেতাম, এক রাতে কবরস্থানে

www.dawateislami.net

ছিলাম, এমন সময় ঘুম এসে গেলো এবং ঘুমিয়ে পরলাম, আমি স্বপ্নে দেখলাম: একটি খোলা কবর এবং কেউ বলছে: এই শিকল ধরো আর তার মুখে প্রবেশ করিয়ে নিচে দিয়ে বের করো। এতে সেই মৃতব্যক্তি বলতে লাগলো: হে **আল্লাহ পাক**! আমি কি কুরআন পড়তাম না? আমি কি তোমার পবিত্র ঘরের হজ্জ করতাম না? অতঃপর সে এভাবে একের পর এক নেকীর কথা বলতে লাগলো তখন এক ঘোষণাকারী তাকে চিৎকার করে বললো: তুমি মানুষের সামনে এই আমল করতে কিন্তু যখন একাকী হতে তবে অবাধ্যতার মাধ্যমে আমার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করতে।

(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১/৬৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আখিরাতের বন্টন খোদাভীরুতার উপর করা হবে

তাসাউফের প্রসিদ্ধ কিতাব **"রিসালায়ে কুশাইরিয়ায়"** রয়েছে: হযরত শায়খ কাত্তানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: দুনিয়া বন্টন পরীক্ষার উপর করা হয়েছে আর আখিরাতের বন্টন খোদাভীরুতার উপর করা হয়েছে। **(রিসালায়ে কুশাইরিয়া, তাকওয়ার বর্ণনা, ২১৯ পৃষ্ঠা)** অর্থাৎ দুনিয়ায় সম্মান, মর্যাদা, উন্নতি, সফলতা সেই পাবে, যে বেশি পরিশ্রম করে আর আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা, বেশি সম্মান, বেশি মর্যাদা সেই পাবে, যে বেশি খোদাভীরু হবে। যেমনটি ১২তম পারা সূরা হুদের ৪৯নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۹﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ৪৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় শুভ-পরিণাম পরহেযগারদের জন্য।

অপর এক জায়গায় **আল্লাহ পাক** জান্নাতের ব্যাপারে ইরশাদ করেন:

اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যা পরহেযগারদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ اللّٰه! জানা গেলো! **আল্লাহ পাক** জান্নাত বানিয়েছেনই খোদাভীরুদের জন্য, অতএব যে বেশি খোদাভীরু হবে, তার জান্নাতে বেশি উচ্চ মর্যাদা নসীব হবে, তার বেশি নেয়ামত অর্জিত হবে।

খোদাভীরুতার আরো কিছু ফযীলত ও উপকারীতা

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খোদাভীরুতার উপকারীতা বর্ণনা করে বলেন: ✯ খোদাভীরু হলো সেই, **আল্লাহ পাক** তার প্রশংসা করেন। ✯ খোদাভীরু হলো সেই, **আল্লাহ পাক** তাকে শত্রু থেকে নিরাপদ রাখেন। ✯ খোদাভীরু ব্যক্তির **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে বিশেষ সমর্থন এবং সাহায্য অর্জিত হয়। ✯ খোদাভীরু ব্যক্তির তার খোদাভীরুতার বরকতে দুনিয়াতে হালাল রিযিক নসীব হয়। ✯ খোদাভীরুতার বরকতে আমলের সংশোধন হয়। ✯ খোদাভীরুতার বরকতে গুনাহ থেকে ক্ষমা হয়ে যায়। ✯ খোদাভীরুতার বরকতে নেকী কবুল হয়। ✯ খোদাভীরু ব্যক্তি আখিরাতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ থাকে। ✯ খোদাভীরু ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র প্রিয় বান্দা। ✯ খোদাভীরু ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র দরবারে বেশি সম্মানিত। ✯ খোদাভীরু ব্যক্তির মৃত্যুর সময় **আল্লাহ পাকে**র দীদার নসীব হয়। ✯ খোদাভীরু ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দেয়া হয়। ✯ খোদাভীরু ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকবে। ✯ খোদাভীরু ব্যক্তি সর্বদা জান্নাতে থাকবে। **(মিনহাজুল আবেদীন, ১৪৪-১৪৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

খোদাভীরুতা কি?

একদিন দ্বিতীয় খলিফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত কাআবুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: হে কাআব! বলুন খোদাভীরুতা কি? হযরত কাআবুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি কখনো এমন রাস্তা দিয়ে গমন করেছেন, যাতে কাঁটাযুক্ত ঝোঁপ রয়েছে? আমীরুল মুমিনীন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: হ্যাঁ! অবশ্যই আমি এমন রাস্তা দিয়ে গমন করেছি। হযরত কাআব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: তবে আপনি এরূপ রাস্তা দিয়ে কিভাবে গমন করেন? বললেন: আমি কাঁটা থেকে বেঁচে থাকি আর নিজের কাপড় গুটিয়ে নিই। হযরত কাআব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: ذٰلِکَ التَّقۡوٰی আমীরুল মুমিনীন! ব্যস এটাই হলো খোদভীরুতা।

(তাফসীরে বাগভী, ১ম পারা, বাকারা, ২য় আয়াতের পাদটীকা, ১/১৩)

উদ্দেশ্য হলো যে, আমরা দুনিয়ায় এসেছি, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে পবিত্র রূপ দান করেছেন, পরিছন্ন অন্তর দান করেছেন, এখন আমরা এই দুনিয়া অতিক্রম করে আখিরাতের দিকে যাচ্ছি, যেনো এই দুনিয়া একটি রাস্তা আর এই রাস্তায় কাঁটাযুক্ত ঝোঁপ রয়েছে, একদিকে শয়তান অপরদিকে নফস, একদিকে দুনিয়ার ভালবাসা অপরদিকে সম্পদের ভালবাসা, হিংসা, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, আকাঙ্ক্ষা পূরণ ইত্যাদি হাজারো গুনাহ এবং হাজারো গুনাহের রাস্তা, এসবই যেনো কাঁটাযুক্ত ঝোঁপ, আমাদের জীবনের এই সফরে নিজের পবিত্র রূহকে নিজের অন্তরকে এই কাঁটাযুক্ত ঝোঁপ (অর্থাৎ গুনাহ) থেকে বাঁচিয়ে অতিক্রম করে যাওয়া, ব্যস এরই নাম হলো তাকওয়া তথা খোদাভীরুতা।

www.dawateislami.net

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খোদাভীরুতা

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার সফরে ছিলেন, পথিমধ্যে এক জায়গায় অবস্থান করলেন, আরো সাথী ছিলো, হযরত বায়েজিদ বোস্তামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মুবারক জামা ধুলেন, মুরীদরা আরয করলো: জনাব! এই জামাটি সামনের দেয়ালে শুকাতে দিই, যাতে শুকিয়ে যায়। বললেন: না! এটা যার দেয়াল আমি তার থেকে অনুমতি নেইনি। মুরীদরা আরয করলো: তবে এটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিই? বললেন: গাছের ডালে পাখিরা বসে, আমি পাখিদের থেকে তাদের বসার স্থান ছিনিয়ে নিতে পারিনা। মুরীদরা আরয করলো: জনাব! তবে এই মুবারক জামাকে আমরা ঘাসের উপর বিছিয়ে দিই? বললেন: না! ঘাস হলো পশুদের খাবার, আমি তাদের খাবার ঢেকে রাখতে পারিনা। অবশেষে হযরত বায়েজিদ বোস্তামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের মুবারক জামাটি নিজের পিঠের উপরই রাখলে এবং নিজের পিট সূর্যের দিকে করে দিলেন, এক পর্যায়ে মুবারক জামাটি শুকিয়ে গেলো। (রিসালায়ে কুশাইরিয়া, তাকওয়ার বর্ণনা, ২২১ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ! এটাই হলো তাকওয়া তথা খোদাভীরুতা!! আমরা এই দুনিয়ায় যেই কাজই করি না কেন খুবই যত্ন সহকারে, চিন্তা ভাবনা করে, সম্পূর্ণ সতর্কতার সহিত করবো, যাতে কোনভাবেই গুনাহ বা হক ক্ষুন্ন হওয়ার মধ্যে পরে না যাই, যেমনিভাবে আমরা নিজের পছন্দের নতুন এবং দামী পোশাক পরিধান করলাম, বৃষ্টি এসে গেলো, কাঁচা রাস্তায় কাদা তবে আমরা সেখানে সাবধানে সতর্কতার সহিত পা রাখি, কাপড় গুটিয়ে নিই, যেনো কোথাও পা পিছলে না যাই, কাপড়ে কাদা লেগে না যায়, অনুরূপভাবে জীবনের সফরে সকল কাজ সাবধানে বিচার বিশ্লেষণ করে করতে হয়, আমরা যাই কাজ করবো এর পূর্বে ভালভাবে চিন্তা ভাবনা

www.dawateislami.net

করবো যে, এই কাজটিতে গুনাহের সম্ভাবনা নেই তো? দোকান করা, ব্যবসা করা, চাকরী করা, বিবাহ করা, ভ্রমনে যাওয়া, কিছু ক্রয় করা, বিক্রি করা, মোটকথা যাই করবো, সম্পূর্ণ সতর্কতার সহিত চিন্তা ভাবনা করে শরয়ী নির্দেশনা নিয়ে সেই কাজ করবো, যাতে আমরা গুনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বাঁচতে পারি।

খোদাভীরুতা কিভাবে অর্জিত হবে?

হে আশিকানে রাসূল! প্রশ্ন হলো আমরা খোদাভীরুতা কিভাবে অর্জন করবো? এর জন্য আরয করছি যে, খোদাভীরুতার মূল হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আর গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য ২টি বিষয় প্রয়োজন হয়ে থাকে। (১) গুনাহ সম্পর্কে জানা। (২) মন থেকে গুনাহের প্রতি ঘৃণা।

যদি বান্দা গুনাহ সম্পর্কে না জানে তবে স্বভাবতই সে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। আর যদি গুনাহ সম্পর্কে জানে কিন্তু মন থেকে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি না হয়, তবেও গুনাহ থেকে বাঁচা খুবই কষ্টকর।

এখন প্রশ্ন হলো যে, এই দু'টি বিষয় কিভাবে অর্জিত হবে? এর জন্য আরয হলো যে, গুনাহ সম্পর্কে বর্তমানে তো খুবই সহজেই জানা যেতে পারে, যেমন; ✯ প্রতি শনিবার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী মুযাকারা করে থাকেন, এতে সারা পৃথিবী থেকে আশিকানে রাসূল তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নাবলী করে থাকে আর তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এর উত্তর প্রদান করে থাকেন এবং সূক্ষ্ম ইলমী পয়েন্ট বর্ণনা করে থাকেন। এভাবে বুঝে

www.dawateislami.net

নিন যে, "মাদানী মুযাকারা" ইলমে দ্বীন অর্জন করার সাপ্তাহিক একটি ক্লাস আর এই ক্লাসে বর্তমান যুগের ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه পাঠদান করে থাকেন। অতএব নিয়মিত মাদানী মুযাকারায় অংশ গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে নিন, ডায়রী, কলম ইত্যাদি সাথে রাখুন, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যেই মাদানী ফুল প্রদান করবেন তা লিখে নিজের নিকট সংরক্ষণ করতে থাকুন, এভাবে ধীরে ধীরে اِنْ شَآءَ الله গুনাহের ব্যাপারে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে। ✯ অনুরূপভাবে মাকতাবাতুল মদীনার কয়েকটি কিতাব রয়েছে, যেমন; **"জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল"** ২ খন্ড বিশিষ্ট কিতাব, **"গুনাহো কি আযাবাত"** সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমৃদ্ধ একটি কিতাব, এতে ৫২টি গুনাহের উল্লেখ রয়েছে আর এতে প্রত্যেক গুনাহের সংজ্ঞা (Defination), এ ব্যাপারে কুরআনি আয়াত ও হাদীস, ঐ গুনাহের হুকুম, ঐ গুনাহে পরার কারণ এবং বাঁচার পদ্ধতিও লিখা হয়েছে। অনুরূপভাবে মাকতাবাতুল মদীনার অন্যান্য কিতাব, যেমন; **"৭৬টি কবীরা গুনাহ"**, **"গুনাহোঁ কি নাহুসত"**, **"নেকীউঁ কি জাযায়েঁ আউর গুনাহোঁ কি সাযায়েঁ"**, **"মুকাশাফাতুল কুলব"** ইত্যাদি, এই কিতাবগুলো মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে নিন বা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট ***www.dawateislami.net*** থেকে ডাউনলোড করে নিন এবং লক্ষ্য বানিয়ে তা অধ্যয়ন করুন।

গুনাহ সম্পর্কে জানার আরো একটি পদ্ধতি হলো যে, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের নাম্বার নিজের নিকট সেভ করে নিন, যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে যাবেন, কোন ব্যাপারে গুনাহ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা কোন শরীয় বিরোধী কাজে পড়ার সম্ভাবনা হলে তবে

www.dawateislami.net

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে বা কোন আশিকে রাসূল মুফতী সাহেবের সাথে যোগাযোগ করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আইটি ডিপার্টমেন্ট দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত মোবাইল এপলিক্যাশন প্রকাশ করেছে, নিজের স্মার্ট ফোনে এই এপলিক্যাশন ইনস্টল করে নিন, মাঝে মাঝে এতে প্রদত্ত ফতোয়া সমূহ অধ্যয়ন করতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله অসংখ্য ইলমে দ্বীন শিখতে পারবেন আর পাশাপাশি গুনাহ সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

বাকী রইলো "অন্তরে গুনাহের প্রতি ঘৃণা" এটা কিভাবে অর্জিত হবে? এর জন্য ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি অনন্য উপায় বর্ণনা করেছেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: খোদাভীরুতা অর্জন করার অবস্থা এটা যে, ৫টি অঙ্গের বিশেষভাবে নজরদারী করা। সেই ৫টি অঙ্গ হলো: (১) চোখ (২) কান (৩) জিহ্বা (৪) পেট এবং (৫) অন্তর।

(মিনহাজুল আবেদীন, ১৬২ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ চোখকে চোখের গুনাহ যেমন; সিনেমা নাটক ইত্যাদি দেখা থেকে বাঁচানো, কানকে কানের গুনাহ যেমন; গান বাজনা শুনা, গীবত শুনা, অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি শুনা থেকে বাঁচানো, জিহ্বাকে গীবত, চুগলী, মিথ্যা ইত্যাদি থেকে বাঁচানো, পেটে হারাম গ্রাস যেতে না দেয়া, অনুরূপভাবে অন্তরকে হিংসা, অহঙ্কার, আত্মগরীমা, লৌকিকতা থেকে বাঁচিয়ে রাখা তবে اِنْ شَآءَ الله ধীরে ধীরে অন্তর পরিছন্ন হবে, অন্তরের ময়লা পরিষ্কার হবে এবং অন্তরে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

যদি আমরা এই দু'টি কাজ করে নিই, গুনাহের ব্যাপারে জানতে থাকি, নিজের অঙ্গ সমূহকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে অন্তরে গুনাহের প্রতি ঘৃণা

www.dawateislami.net

সৃষ্টি করাতেও সফল হয়ে যাবো, তবে اِنْ شَآءَ الله আমাদের খোদাভীরুতার দৌলতও নসীব হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বিতীয় পছন্দনীয় গুণ: ধনী

আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দার দ্বিতীয় গুণ যা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বয়ান করেছেন তা হলো: ধনী হওয়া। اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** খোদাভীরু, ভীতসন্ত্রস্ত ধনী বান্দাকে ভালবাসেন।

ধনী শব্দের আরবী হলো غَنِي আর অর্থ হলো: অমুখাপেক্ষীতা এবং এটি **আল্লাহ পাকের** গুণবাচক নাম। কুরআনে করীমে রয়েছে:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۱۵﴾

(পারা ২২, সূরা ফাতির, আয়াত ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মানবকূল! তোমরা সবাই **আল্লাহর** মুখাপেক্ষী, আর **আল্লাহই** অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

জানা গেলো, আমরা সবাই **আল্লাহ পাকের** প্রতি মুখাপেক্ষী আর **আল্লাহ পাক** হলে ঐশর্যশালী ও অমুখাপেক্ষী। অতএব এই গুণ ঐশর্যশীল অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষীতা মানুষের অর্জিত হওয়া অসম্ভব।

তবে ঐ ঐশর্যশালীতা যা বান্দার গুণ, তা আসলে ঐশর্য নয় বরং ফকীর। ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফকীরের ৬টি স্তর বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে যা ফকীরের সবচেয়ে উচ্চ স্তর রয়েছে তাকে ঐশর্যশীল বলা হয়, আর এর উদ্দেশ্য হলো যে, বান্দার দুনিয়ার সবকিছু থেকে ধন সম্পদ ইত্যাদির প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে যাওয়া। অতএব ঐ বান্দার নিকট ধন

www.dawateislami.net

সম্পদের কোন মূল্যই থাকে না, ধন সম্পদ পাওয়া বা না পাওয়া তার নিকট সমান, এরূপ ব্যক্তিকে ঐশর্যশালী বলা হয়। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/৫৬৪)

বর্ণিত রয়েছে যে, **আল্লাহ পাকে**র নবী হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট তাঁর হওয়ারীরা জিজ্ঞাসা করলো: হে রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام! কোন কারণে যেভাবে আমরা মাটিতে হাটি সেভাবে আপনি পানির উপর হাঁটতে পারেন কিন্তু আমরা হাটতে পারিনা? হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তোমাদের নিকট দিরহাম ও দীনারের গুরুত্ব কি? হাওয়ারীরা বললো: আামদের নিকট দিরহাম ও দীনারের ভাল মর্যাদা রয়েছে। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমার নিকট দিরহাম ও দীনার এবং মাটির স্তুপ সমান। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৭০২)

سُبْحٰنَ الله! এটাই হলো আসল ঐশর্য এবং এটাই হলো সেই গুণ, যেই বান্দার মাঝে এই গুণ পাওয়া যাবে **আল্লাহ পাক** সেই বান্দাকে ভালবাসেন।

এবার এই ঐশর্য আমরা কিভাবে অর্জন করতে পারবো? এর একটি পদ্ধতি হলো যে, বান্দা যেনো **আল্লাহ পাক**কে সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা এবং পালনকর্তা হওয়ার প্রতি অন্তর থেকে মেনে নেয়। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: যে সবচেয়ে বড় ঐশর্যশীল হতে চায়, তার উচিৎ যে, নিজের নিকট বিদ্যমান সম্পদের পরিবর্তে **আল্লাহ পাকে**র কুদরতের ভান্ডারের প্রতি বেশি ভরসা করা।

জানতে পারলাম যে, যদি আমরা **আল্লাহ পাকে**র কুদরতে ভান্ডারের উপর পূর্ণ ভরসা করে নিই তবে اِنْ شَآءَ الله আমাদের ঐশর্যের নেয়ামত নসীব হয়ে যাবে। আমাদের নিকট সম্পদ রয়েছে তবুও এর উপর ভরসা নেই বরং ভরসা **আল্লাহ পাকে**র উপর রাখা, সম্পদের কি

www.dawateislami.net

ভরসা, হয়তো কাল থাকবে না। ✯ অনুরূপভা দারিদ্রতা এসে গেলো, কোন সমস্যা নেই, **আল্লাহ** মালিক। ✯ ব্যবসা স্থবির হয়ে গেছে, কোন সমস্যা নেই, **আল্লাহ** মালিক। ✯ ঘরে খাওয়ার কিছু নেই, সন্তান ক্ষুধার্ত, কোন সমস্যা নাই, **আল্লাহ** মালিক। ✯ দুঃখ এসে গেছে, **আল্লাহ** মালিক। ✯ সমস্যা এসে গেছে **আল্লাহ** মালিক। ✯ চাকরী পাওয়া যাচ্ছে না, **আল্লাহ** মালিক। এভাবে বান্দার অবস্থা যেমনই হোক, তার এরূপ মানসিকতা অব্যাহত থাকে যে, **আল্লাহ** মালিক, **আল্লাহ পাক** আমার সৃষ্টিকর্তা, **আল্লাহ পাক** রিযিক দানকারী, যখন এমন দৃঢ় মানসিকতা হয়ে যাবে তখন اِنْ شَآءَ الله আমাদের অন্তর দুনিয়ার প্রতি, দুনিয়াবী সম্পদের প্রতি, দুনিয়াদারদের ঐশর্যশীলতার প্রতি অর্থাৎ অমুখাপেক্ষীতার গুণ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তৃতীয় পছন্দনীয় গুণ: অপ্রসিদ্ধ হওয়া

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দার তৃতীয় গুণ যা হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, তা হলো অপরিচিত হওয়া। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি, যে মানুষের মাঝে নিজে প্রসিদ্ধি চায় না, প্রত্যেক নেকী লুকিয়ে করে, স্বয়ং অপ্রসিদ্ধ থাকে, এরূপ ব্যক্তিও **আল্লাহ পাকের** প্রিয় ও পছন্দনীয়।

একটি হাদীসে পাকে **আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূলে হাশেমী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুমিন বান্দার ৬টি গুণাবলী বর্ণনা করেন এবং ইরশাদ করেন: اِنَّ اَغْبَطَ اَوْلِيَائِىْ আমার ঈর্ষণীয় বন্ধু হলো সেই (যার মধ্যে ৬টি গুণাবলী পাওয়া যায়) অতঃপর সেই ৬টি গুণাবলী মধ্যে একটি এটি ইরশাদ করেন: সে মানুষের মধ্যে লুকায়িত থাকে, মানুষ তার দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে না। **(তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, ৫৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৪৭)**

www.dawateislami.net

এরূপ বিষয়বস্তুর একটি হাদীসে পাকের আলোকে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ দুনিয়াবী উৎকর্ষতা, সম্পদ, স্বাস্থ্য, শক্তিতে অনুরূপভাবে দ্বীনি উৎকর্ষতা যেমন; ইলম, ইবাদত, রিয়াযতে তার প্রসিদ্ধি না থাকা, কেননা সাধারণের জন্য প্রসিদ্ধি মারাত্মক, এতে সাধারণত গর্ব, অহঙ্কার সৃষ্টি হয়ে যায়, এরূপ প্রসিদ্ধি থেকে অপরিচিত হওয়া ভাল। তবে হ্যাঁ! কিছু কিছু বান্দা এমনও রয়েছে যে, তারা প্রসিদ্ধির কারণে অহঙ্কারী হয়না, তারা মনে করে যে, সুনাম ও দূর্ণাম **আল্লাহ পাকের** আয়ত্বে, মানুষের কোন ক্ষমতা নেই, তাদের জিন্দাবাদ আর নিপাত যাক এর শ্লোগান দিতে দেরী হয় না।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৩৬)

سُبْحٰنَ الله! **হে আশিকানে রাসূল!** বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে অপ্রসিদ্ধি প্রিয় ব্যক্তির শানের অনুমান করুন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার জন্য ইরশাদ করেন: اِنَّ اَغْبَطَ اَوْلِيَائِيْ আমার ঈর্ষণীয় বন্ধু।

যার অন্তরে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এসে যায়, সে **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা প্রিয় হয়ে যায়, তো যাকে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের বন্ধু ইরশাদ করবেন বরং বন্ধুও নয় اَغْبَطَ اَوْلِيَائِيْ সবচেয়ে ঈর্ষণীয় বন্ধু ইরশাদ করবেন, তার শান ও মহত্বের অবস্থা কি হবে? আর দেখুন! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে ঈর্ষণীয় বন্ধু কে? সে, যে অপ্রসিদ্ধি পছন্দ করে।

এবার একদিকে তো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী আর অপরদিকে আমরা নিজের অবস্থাও দেখে নিই, আহ! আফসোস! বর্তমানে সস্তা প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য যেনো প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, কি শহুরে, কি গ্রাম্য, কি ছোট, কি বড় অনেক বড় একটি অংশ রয়েছে যারা সোশ্যাল

www.dawateislami.net

মিডিয়ার মাধ্যমে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে ব্যস্ত, অনেকে তো অহেতুক ও অনেক গুনাহে ভরা ভিডিও বানিয়ে নিজেকে প্রসিদ্ধ করার চক্করে রয়েছে, আহ! আমরা কাপড় কিনতে গেলে তবে এই মানসিকতা থাকে যে, এমন কাপড় যেনো হয়, যেই দেখবে ব্যস বাহবা বাহবাই যেনো দিতে থাকে, সুগন্ধি কিনবো তো এমন যেনো হয় যে, ব্যস লাগিয়ে যেদিক দিয়েই একবার যাবো, সেদিকের পরিবেশ যেনো সুবাশিত হয়ে যায়, আফসোস! আমরা পায়ে পরিধান করার জুতা পছন্দ করাতেও এই কারণে ঘন্টার পর ঘন্টা লাগিয়ে দিই যে, এমন জুতা যেনো হয়, যেই দেখবে ব্যস চোখ যেনো ফেরাতে না পারে। বিবাহ হলে তবে লোক দেখানো, ঈদের অনুষ্ঠান হলে তবে লোক দেখনো। আহ! যেনো প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষার ন্যায় ধ্বংসে পতিতকারী বাতেনী রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাই, আহ! যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যাই, আহ! যেনো জীবন **আল্লাহ** সন্তুষ্টিমুলক কাজে অতিবাহতিকারী হয়ে যাই। হাদীসে পাকে রয়েছে: দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালের যতটুকু ক্ষতি করে, সম্পদ ও প্রসিদ্ধির ভালবাসা এরচেয়েও বেশি ক্ষতি মানুষের দ্বীনে করে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই জায়গায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট রয়েছে, তা হলো যে, যেই হাদীসে পাকের আমরা ব্যাখ্যা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি, এই হাদীসে পাকে তো ইরশাদ করা হয়েছে যে, **আল্লাহ পাক** অপ্রসিদ্ধি প্রিয় বান্দাকে ভালবাসেন, এবার আরেকটি হাদীসে পাক শুনুন! হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় যখন **আল্লাহ পাক তাঁর** কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

হে জিব্রাঈল! আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসতে লাগলাম, অতঃপর আসমানে এই ঘোষণা করে দাও যে, নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, হে ফিরিশতা! তোমরা সবাইও তাকে ভালবাসো! ব্যস আসমানের সকল ফিরিশতারাও সেই বান্দাকে ভালবাসকে থাকে। (বুখারী, কিতাবু বাদাউল খালক, ৮২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩২০৯) আর তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে: অতঃপর পৃথিবীবাসীর অন্তরে সেই বান্দার ভালবাসাকে আবশ্যক করে দেয়া হয়। (তিরমিযী, কিতাবু তাফসীরে কুরআন, ৭৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩১৬১)

سُبْحٰنَ اللّٰه! **হে আশিকানে রাসূল!** ভাবুন তো! একটি হাদীসে পাকে ইরশাদ হলো: যে ব্যক্তি অপ্রসিদ্ধি পছন্দ করে **আল্লাহ পাক** তাকে ভালবাসেন, দ্বিতীয় হাদীসে পাকে ইরশাদ হলো: **আল্লাহ পাক** যেই বান্দাকে ভালবাসেন, সেই বান্দার ভালবাসা পৃথিবীবাসীর অন্তরে আবশ্যক করে দেয়া হয় এবং ফিরিশতারাও তাকে ভালবাসতে থাকে। জানা গেলো **আল্লাহ পাক** অপ্রসিদ্ধি প্রিয় বান্দাকে ভালবাসেন কিন্তু নিজের প্রিয় বান্দাকে অপ্রসিদ্ধি রাখেন না।

দেখুন! হযরত ওয়াইস করনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অপ্রসিদ্ধি গ্রহণ করেছেন, তো **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনা মুনাওয়ারায় সাহাবায়ে কেরাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সামনে হযরত ওয়াইস করনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর শান ও মহত্ব বর্ণনা করেছেন, হুযুর গাউসে আযম رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ অপ্রসিদ্ধি পছন্দ করেছিলেন, **আল্লাহ পাক** তাঁর সম্মান ও প্রসিদ্ধিকে এমনভাবে সমৃদ্ধি দান করেছেন যে, আজ শত শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও গাউসে পাক رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর নাম মুবারক মুখে আসলে তবে মাথা সম্মানে নত হয়ে যায়, দাতা হুযুর رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা থেকে পবিত্র ছিলেন, তাঁর দরবার শরীফে আজও মানুষের ভীড় লেগে

www.dawateislami.net

থাকে, সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের ঘরে অবস্থান করে কলমের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করেছেন, প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা থেকে অনেক দূরে ছিলেন, **আল্লাহ পাক** মাসলকে রযাকে সারা দুনিয়ায় প্রসার করে দিয়েছেন। জানতে পারলাম, যেই বান্দা প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে, দুনিয়ার অস্থায়ী, নশ্বর মিথ্যা প্রসিদ্ধির পেছনে ছুটতে থাকে, সে যদি প্রসিদ্ধি পেয়েও যায় তবে তা হলো অস্থায়ী, অবশেষে এক না একদিন সে কবরে নেমে যায় এবং সাথে সাথে তার প্রসিদ্ধিও শেষ হয়ে যায় কিন্তু যে প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী নয় বরং শুধু নিজের **মালিক** ও **মাওলার**, নিজের **পাক পরওয়ারদিগারের** সন্তুষ্টি চায়, সে যদিও প্রকাশ্যভাবে দুনিয়া থেকে পর্দাও করে নেয় কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধি, তাঁর সম্মান, তাঁর ভালবাসা অন্তরে তেমনই অব্যাহত থাকে। সুফীয়ারা বলেন: مَنْ طَلَبَ الْمَوْلٰى فَلَهُ الْكُلُّ যে নিজের মালিকের সন্তুষ্টি চায়, **আল্লাহ পাক** তাকে সবকিছুই দান করে দেন।

কিন্তু এই জায়গায় একটি সূক্ষ্ম শয়তানী চাল থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক, ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অনেক সময় শয়তান একনিষ্ঠ বন্ধু কুমন্ত্রণা দেয়, সে বলে: হে বান্দা! তুমি লুকিয়ে নেক আমল করো, **আল্লাহ পাক** নিজেই তোমার আমলকে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি করে দিবেন। ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটাও শয়তানের একটি সূক্ষ্ম চাল, এরূপ বলে শয়তান বান্দাকে রিয়ায় লিপ্ত করে দেয়, যার এরূপ কুমন্ত্রণা আসে, তার উচিৎ যে, এই কুমন্ত্রনাকে এই বলে বিফল করে দেয়া যে, আমি প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী নই, আমি চাইনা যে, আমার নেকী জনসাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ হোক, আমি তো ব্যস **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি চাই, তিনি আমার আমলকে প্রকাশ করুক বা না করুক, এটা তাঁর মর্জি।

(মিনহাজুল আবেদীন, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাইহোক! আজকের সম্পূর্ণ বয়ানের সারমর্ম হলো যে, নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** খোদাভীরু, ভীতসন্ত্রস্ত ধনী অর্থাৎ দুনিয়া, দুনিয়াবী সম্পদের প্রতি অমুখাপেক্ষী এবং অপ্রসিদ্ধি প্রিয় বান্দার প্রতি ভালবাসা পোষণ করেন। **আল্লাহ পাক** আমাদেরও এই তিনটি মহান গুণাবলী নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের একটি "তাফসীর শুনা শুনানোর হালকা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে যেমনিভাবে গুনাহ থেকে বাঁচা, নেকী করা এবং শরীয়তের উপর আমল করার উৎসাহ দেয়া হয়, তেমনিভাবে এই মানসিকতাও দেয়া হয় যে, আমরা শরীয়তের চাহিদা অনুযায়ী নিজের জীবনকে কিভাবে উন্নততর বানাতে পারি, **জান্নাতের প্রস্তুতি** কিভাবে নিতে পারি? মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সহচর্য, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে হওয়া বয়ান সমূহ, দরস ও বয়ানের হালকা এবং ফজরের নামাযের পর **"তাফসীর শুনা শুনানোর হালকা"** সবই এই ধারাবাহিকতারই অংশ। ফজরের নামাযের পর **"তাফসীর শুনা শুনানোর হালকা" দা'ওয়াতে ইসলামী**র ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ। যাতে প্রতিদিন কুরআনের ৩ আয়াতের তিলাওয়াত, কানযুল ঈমানের অনুবাদ ও খাযাইনুল ইরফান/ নূরুল ইরফান/ সীরাতুল জিনানের তাফসীর, ফয়যানে সুন্নাতের দরস (৪ পৃষ্ঠা) এবং ছন্দাকারে শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, যিয়ায়ীয়া, আত্তারীয়া পাঠ করা হয়। ফজরের পর কুরআনের তাফসীর শুনা শুনানোর হালকার বরকতে মসজিদ পূর্ণ থাকে, কুরআন তিলাওয়াত শুনার সুযোগ

www.dawateislami.net

হয়, বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর ইলমে দ্বীনের রঙ বেরঙের মাদানী ফুল পাওয়া যায়, কুরআনে করীম পড়া এবং বুঝার তো অসংখ্য ফযীলত রয়েছে।

বুখারী শরীফে রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে কুরআন শিখলো এবং অপরকে শিখালো।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে কুরআন, ৩/৪১০, হাদীস ৫০২৭)

ফজরের পর তাফসীর শুনা শুনানোর হালকা অংশ গ্রহণ করাতে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর, ফয়যানে সুন্নাতের চার পৃষ্ঠার দরস, অযীফা সমূহ, আউলিয়ায়ে কিরামের আলোচনা সমৃদ্ধ শাজারা শরীফ পাঠ করা ও শুনার সৌভাগ্য পেয়ে দিন শুরু করা কতযে বরকতময় হবে। ফজরের পর তাফসীর শুনা শুনানোর হালকা যেনো কল্যাণময় কাজের সমষ্টি।

মাদানী কাফেলা বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক আদায়ের মানসিকতা দেয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় সফরের মানসিকতা দেয়া হয়, কেননা মাদানী কাফেলায় সফর করে অনেক মানুষের হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক আদায়ের মানসিকতা তৈরী হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **আল্লাহ**র পথের মুসাফিরের কথা তো কি বলবো! অতএব যদি আপনিও বান্দার হক আদায়ের উপায় জানতে চান তবে মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** সারা দুনিয়ায় ৮০টিরও বেশি বিভাগে নেকীর

www.dawateislami.net

দাওয়াতের সাড়া জাগানোতে ব্যস্ত রয়েছে, এর মধ্যে একটি হলো **"মাদানী কাফেলা বিভাগ"**। এই বিভাগের কাজ আশিকানে রাসূলের মসজিদ ভরো কার্যক্রম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বার্তাকে সারা দুনিয়ায় প্রসার করার জন্য প্রত্যেক ইসলামী ভাইকে জীবনে একবার একত্রে ১২ মাস, প্রতি ১২ মাসে এক মাস আর প্রতি মাসে শিডিউল অনুযায়ী ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য প্রস্তুত করা, সফর করানো এবং নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী বানানো। এই বিভাগের অধিনে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের অসংখ্য মাদানী কাফেলা বিভিন্ন দেশে (Countries), শহরে (Cites) এবং গ্রামে গঞ্জে (Villages) সফর করতে থাকে, ইলমে দ্বীন এবং সুন্নাতের বসন্ত ছড়িয়ে দেয় আর নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলা বিভাগের অধিনে অসংখ্য স্থানে দারুস সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে দূর ও কাছ থেকে আগত ইসলামী ভাইয়েরা প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে এবং আশিকানে রাসূলের সহচর্যে সুন্নাতের প্রশিক্ষণ পেয়ে সারা দুনিয়ায় নেকীর দাওয়াত প্রসার করে থাকে। **আল্লাহ পাক** "মাদানী কাফেলা বিভাগ" কে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম সহচর্যের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! উত্তম সহচর্যের ব্যাপারে কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ করেন: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ মানুষ তার সাথেই হবে, যাকে সে ভালবাসে। (মুসলিম,

www.dawateislami.net

১০৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৭১৮) (২) ইরশাদ করেন: اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ অর্থাৎ মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন এবং তার চালচলনের উপর হয়ে থাকে, অতএব জরুরী যে, সে যেনো দেখে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব রাখছে। (আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩/২৩৩, হাদীস ৮৪২৫) ✯ ভাল মন্দ সাথীর উদাহরণ মুশক বহনকারী আর চুল্লী প্রজ্জলনকারীর ন্যায়, মুশক বহনকারী হয়তো তোমাকে এমনিতেই দিবে নয়তো তার থেকে কিছু কিনে নিবে অথবা তার থেকে ভাল সুগন্ধ পাবে আর চুল্লি প্রজ্জলনকারী হয়তো তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে নয়তো তার থেকে দূর্গন্ধ পাবে। (সহীহ মুসলিম, ১০৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৬৯২) ✯ হাদীস শরীফে ইরশাদ করা হয়েছে: বড়দের সহচর্যে বসো এবং ওলামাদেরকে বিষয়াবলী জিজ্ঞাসা করো এবং জ্ঞানীদের সাথে মেলামেশা রাখো। (আল মু'জামু কবীর, ২২/১২৫, হাদীস ৩২৪) ✯ উত্তম সাথী হলো সেই, যাকে দেখলে তোমার **আল্লাহ**র কথা স্মরণে আসে এবং তার কথাবার্তায় তোমার আমল বৃদ্ধি পায় আর তার আমল তোমায় আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়। (জামেউস সগীর, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪০৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

উত্তম সহচর্যের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الۡحَلِيۡمُ الۡكَرِيۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِيۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net